অক্ষয় কুমার দত্ত
১৮২০-১৮৯১

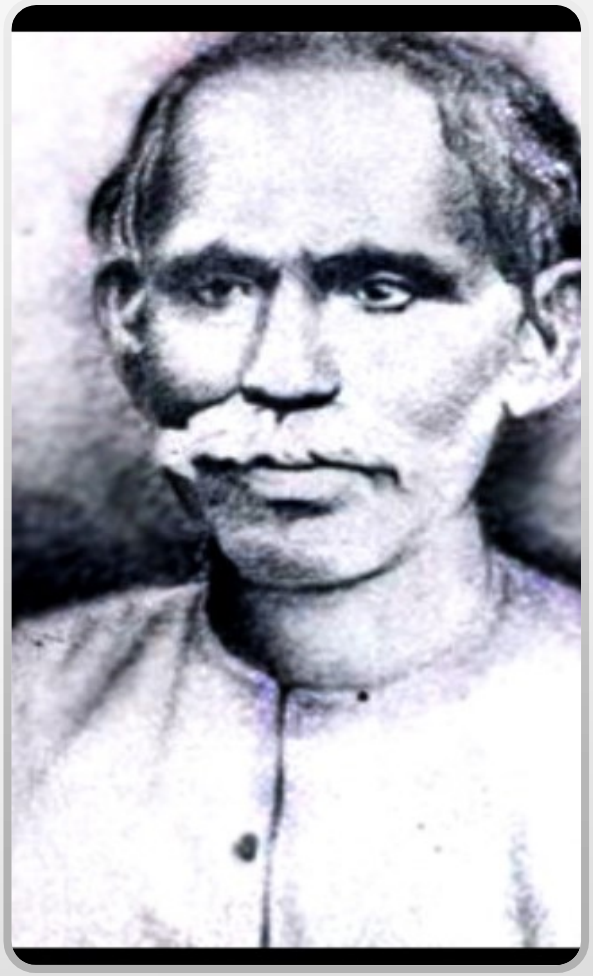

উপস্থাপক : মৌসুমি রক্ষিত
বাংলা বিভাগ
শালতোড়া নেতাজি সেন্টিনারী কলেজ

অক্ষয় কুমারের সম্পাদনাতেই ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে

তত্ত্ববোধিনীর প্রথম প্রকাশ ঘটে।

সাহিত্য জগতে তার আবির্ভাব কবি হিসেবে। '**অনঙ্গমোহন**' নামে একটি গদ্যগ্রন্থ ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তার গদ্য রচনার সূত্রপাত হয় '**সংবাদ প্রভাকর**' পত্রিকায় আকস্মিকভাবে।

অক্ষয়কুমার রচিত গদ্য রচনা

'ভূগোল' (১৮৪১), 'পদার্থবিদ্যা' (১৮৫৬), 'চারুপাঠ' - তিনখন্ড (১৮৫৩, ১৮৫৪, ১৮৫৯), 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' [প্রথমভাগ (১৮৫১), দ্বিতীয় ভাগ (১৮৫৩)], 'ধর্মনীতি' (১৮৫৬), 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' [প্রথম ভাগ (১৮৭০), দ্বিতীয় ভাগ (১৮৮৩)]।

ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় অক্ষয় কুমারের শ্রেষ্ঠ গদ্য রচনা। এটি বাঙালির গবেষণামূলক সাহিত্যের এক প্রধান নিদর্শন। উইলসনের 'Essays and lectures on the Religion of the Hindus' অবলম্বনে রচিত। এই গ্রন্থে লেখকের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা, সত্যনিষ্ঠা,বিচারভঙ্গি,অসামান্য শাস্ত্রজ্ঞান এবং গভীর স্বদেশপ্রেম ও স্বাজাত্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

অক্ষয়কুমারের গদ্যের বৈশিষ্ট্য

১। অক্ষয়কুমার দত্ত বাংলা গদ্যকে দিলেন যুক্তি বিচার সমৃদ্ধ ভার বহনের ক্ষমতা।

২।তথ্যনিষ্ঠ জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন ও প্রচার তিনিই প্রথম বাংলায় শুরু করেন। তাই তার গদ্য যুক্তিধর্মী।

৩।বাংলা গদ্যে বহুবিধ কঠিন তথ্যের ও ভাবের প্রকাশ ঘটিয়েছেন তিনি দক্ষ লেখক রূপেই।

৪।অনেকে তার গদ্যে সরসরতার অভাব লক্ষ্য করেছেন সত্যই তার গদ্যের ভাষা বিশুদ্ধ যুক্তিবাদের ভাষা।

প্রাবন্ধিক হিসাবে অক্ষয়কুমারের কৃতিত্ব

১। অক্ষয় কুমারের সময় থেকেই প্রবন্ধে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র লক্ষণীয়।

২। তার সময় থেকেই প্রবন্ধ বাদ-প্রতিবাদের পথ ত্যাগ করে একোক্তিমুলক প্রবন্ধরীতির সূত্রপাত।

৩। পূর্ববর্তী লেখকদের গদ্য ভাষা ও রীতিতে যে অনাবশ্যক সমাসবাহুল্য দেখা যায় তা অক্ষয়কুমারের গদ্যে নেই।

৪। বিশুদ্ধ গদ্য যে বুদ্ধিপ্রধান তা অক্ষয়কুমার প্রথম দেখালেন।